বিশেষ দিনে
কন্যার জন্মদিনে অন্যরকম
সাজ মহম্মদ সালাহর।

আজ শ্রেয়সকে নিয়ে অনিশ্চয়তা

ধোনিদের পথের কাঁটা রাবাদা-নর্তজের গতি

শারজা, ১৬ অক্টোবর : সময়, পরিস্থিতি সবকিছু বদলে দেয়।

পরিস্থিতির দাবি মেনে গতম্যাচে রীতিমতো ভোলবদল চেন্নাই সুপার কিংসের। 'আউট হওয়ার ভয়ে গুটিয়ে থাকলে চলবে না', ক্যাপ্টেন কুলের সোজাসাপটা বার্তার প্রতিফলন। স্যাম কুরানকে দিয়ে ওপেন করানো, মন্থর ব্যাটিংয়ের চাদর সরিয়ে ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের সুফল মিলেছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে পাওয়া অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল ফের মাঠে

হেড টু হেড (২২)
দিল্লি-৭, চেন্নাই-১৫

মহেন্দ্র সিং ধোনিরা। প্রতিপক্ষ শীর্ষে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস। টুর্নামেন্টে দিল্লি 'তেলখাওয়া মেশিনের' মতো দৌড়োচ্ছে। চোট-আঘাতের একাধিক সমস্যা থাকলেও, ছন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। আগামীকাল অবশ্য অধিনায়কহীন হওয়ার আশঙ্কা দিল্লি শিবিরে। রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাম কাঁধে চোট পান শ্রেয়স আইয়ার। আগামীকাল খেলবেন কি না, পরিষ্কার নয়। শ্রেয়স না খেললে নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধাওয়ান। রানের

মধ্যে থাকা শ্রেয়সের অনুপস্থিতিতে সবথেকে বেশি ধাক্কা দেবে দিল্লির ব্যাটিং। অধিনায়ককে নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে আশার আলো ঋষভ পন্থ। রিকি পন্টিংরা আশাবাদী, আগামীকাল চোট সারিয়ে ফিরছেন ঋষভ।

৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার পরও পন্টিং রীতিমতো সতর্ক। দিল্লি কোচের মতে, দ্বিতীয় পর্বটাই সবচেয়ে কঠিন। পিচ মন্থর হয়ে আসছে। ছন্দটা ধরে রাখতে নিজেদের একশো ভাগ দিতে হবে। ঋষভ ফিরলে দলের শক্তি ও ভারসাম্য অনেকটাই বাড়বে। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির পরিবর্তে ফর্মে থাকা শিমরন হেটমেয়ারকে খেলানো যাবে। গত দুই ম্যাচে ধাওয়ানের হাফ সেঞ্চুরি, মার্কাস স্টোয়িনিসের অলরাউন্ড পারফরমেন্স অস্ত্র দিল্লির। দিল্লির দৌড় থামিয়ে চেন্নাইয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর পথে বড় বাধা কাগিসো রাবাদা-আনরিচ নর্তজে। চলতি টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা বোলিং লাইনআপ দিল্লির। স্পিন বিভাগে রবিচন্দ্রন অশ্বীন-অক্ষর প্যাটেলরা ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। নবাগত পেসার তুষার দেশপান্ডেও প্রথম ম্যাচে সফল। ধোনিদের মূল চ্যালেঞ্জ প্রোটিয়া পেস জুটি। গত ম্যাচে নর্তজে আইপিএলের দ্রুততম বলের রেকর্ড গড়েছেন। যে আগুনটা সামলানো সহজ হবে না ড্যাডিস আর্মির জন্য। ধোনি-স্টিফেন ফ্লেমিংদের আশা দেখাচ্ছে কুরানকে দিয়ে ওপেন করার স্ট্র্যাটেজি ক্লিক করাই। লোয়ার অর্ডারে ডোয়েন ব্রাভো, রবীন্দ্র জাদেজারা হাল ধরলে, চেন্নাইয়ের ব্যাটিং গভীরতাও যে কোনও বোলিংকে চিন্তায় রাখতে পারে। তবে খলিল আহমেদ, সন্দীপ শর্মাদের পেস সামলানো আর রাবাদা-নর্তজেকে খেলা এক নয়। ফলে টেম্পারামেন্টের সঙ্গে স্কিলের মিশ্রণও জরুরি। আম্বাতি রায়াডু, ফাফ ডুপ্লেসিকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র জাদেজা-দীপক চাহার-শার্দূল ঠাকুরদের বোলিংও। গত সাক্ষাৎকারে দিল্লি ৪৪ রানে হারিয়েছিল চেন্নাইকে। শ্রেয়সদের ১৭৫/৩ স্কোরের জবাবে মাত্র ১৩১/৭ তুলতে সক্ষম হয় চেন্নাই। রাবাদা-নর্তজের (দুজনে মিলে ৫ উইকেট নেন) পেস সামলাতে হিমসিম খেয়েছিলেন ধোনিরা। আগামীকাল? উত্তরটার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে চেন্নাইয়ের প্লে-অফ দৌড়ের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ।

আজ রাজস্থান বনাম ব্যাঙ্গালোর

পাঞ্জাব ধাক্কা কাটিয়ে জিততে মরিয়া বিরাটরা

দুবাই, ১৬ অক্টোবর : রানের মধ্যে রান মেশিন।

বিরাট কোহলির সঙ্গে রান পাচ্ছেন নবাগত দেবদূত পাডিক্কাল, বর্ষীয়ান এবি ডিভিলিয়ার্সও। ক্রিস মরিসের আগমনে বোলিং ক্রমশ ধারালো। পরপর ম্যাচ জিতে নিজেদের অবস্থান অনেকটাই শক্ত করে ফেলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। যদিও বৃহস্পতিবার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ম্যাচে হঠাৎই ছন্দপতন। আবারও ধাক্কা খেতে হয়েছে লোকেশ রাহুল-প্রাচীরে। এর মধ্যে আবার বিরাটের নেতৃত্ব সমালোচনার মুখে। বিস্ফোরক ফর্মে থাকা এবির আগে কোন যুক্তিতে শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর? প্রশ্নটা আরও বড় আকার নিয়েছে হারের পর। রেশ কাটার আগেই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফের মাঠে আরসিবি। প্রতিপক্ষ ৮ ম্যাচে মাত্র ৬ পয়েন্ট পাওয়া রাজস্থান রয়্যালস। জস বাটলার, বেন স্টোকস, স্টিভেন স্মিথ, সঞ্জু স্যামসন, জোফ্রা আর্চার- একঝাঁক ম্যাচ উইনার থাকলেও সাফল্য অধরা। উলটে মাঝপথেই নকআউটের দৌড় থেকে

হেড টু হেড (২০)
রাজস্থান-১০, আরসিবি-৮
দুটি ম্যাচ অমীমাংসিত

প্রায় ছিটকে যাওয়া পরিস্থিতি। আরসিবি সেখানে তিন নম্বরে (৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট)।

রাজস্থানের মূল সমস্যা টিম গেমের অভাব। প্রথম দুই ম্যাচে স্যামসন-রাহুল তেওয়াটিয়ারা জয় এনে দেন ব্যক্তিগত দক্ষতায়। তিন নম্বর জয়ের পিছনেও তেওয়াটিয়ার মুনশিয়ানা। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে টিম এফোর্ট জরুরি। যা পাওয়া যাচ্ছে না রাজস্থানের পারফরমেন্সে। বোলিংয়ে আর্চার উইকেট নিচ্ছেন, রান আটকাচ্ছেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক-থ্রুও দিচ্ছেন। অথচ, আর্চারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ সতীর্থদের জন্য। শ্রেয়স গোপাল, জয়দেব উনাদকতদের নিয়ে এবি-বিরাট-অ্যারন ফিঞ্চদের কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ আর্চারের সামনে।

৩ অক্টোবর, গত সাক্ষাৎকারে যেমন বিরাটদের ব্যাটিংয়ে দাগ কাটতে পারেননি স্মিথের বোলাররা। মাত্র ২ উইকেট খুইয়ে ১৫৫ রানের জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরসিবি। চেজমাস্টার বিরাট ৭২ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন। দেবদূত করেছিলেন ৬৩। আবু ধাবির পরিবর্তের আগামীকাল খেলা দুবাইয়ে। মাঠ, পরিস্থিতি বদলে রাজস্থানের ভাগ্য বদল আদৌ ঘটবে কি না, বলা কঠিন। বাটলার, স্টোকস, স্মিথদের নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে হবে। হারানো ছন্দ ফিরে পেতে হবে সঞ্জুকেও। বিরাটরা অবশ্য সেই সুযোগ দেওয়ার মেজাজে নেই। পাঞ্জাব-হারের ধাক্কা কাটিয়ে দ্রুত জয়ের সরণিতে ফিরতে নড়বড়ে রাজস্থান-বধ পাখির চোখ। সেক্ষেত্রে বাটলার-স্টোকসদের চাপে রাখতে সুন্দরকে পাওয়ার প্লে-তে সম্ভবত দেখা যাবে। পাঞ্জাব ম্যাচে ক্রিস গেইলের জন্য তুলে রেখেছিলেন সুন্দরকে। শেষপর্যন্ত যা কাজে আসেনি। কাল ফের পুরোনো স্ট্র্যাটেজিতে। টার্গেট শুরুতেই বাটলার-স্টোকসদের ছন্দ বিগড়ে দেওয়া। কারণ বিরাটরা জানেন, টানা ব্যর্থতায় চাপে থাকা স্মিথ-স্যামসনের পক্ষে যা সামলানো কঠিন হবে।

পারফরমেন্স ও পয়েন্টের নিরিখে আরসিবি এগিয়ে এই মুহূর্তে। দ্বিপাক্ষিক ডুয়েলের খতিয়ানে টেক্কা দিচ্ছে স্মিথরাই। গত ২০ ম্যাচে রাজস্থানের পক্ষে স্কোরলাইন ১০-৮ (দুটি ম্যাচে ফলাফল হয়নি)। আগামীকাল রাজস্থানের সেই আধিপত্যে আরসিবি ব্রেক লাগাতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

গোয়া পৌঁছলেন ফাউলারবাহিনী ও ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : গোয়া পৌঁছে গেলেন এসসি ইস্টবেঙ্গলের একদম ভারতীয় এবং বিদেশি ফুটবলাররা। একইসঙ্গে পৌঁছালেন হেড কোচ রবি ফাউলার, তাঁর পাঁচ কোচিং স্টাফও।

এক লম্বা টানাপোড়েনের পর অবশেষে স্বপ্ন সফল। আইএসএলে অংশ নিতে গোয়া গেল সমর্থকদের প্রিয় দল এসসি ইস্টবেঙ্গল। এদিন সকালের বিমানেই কলকাতা ছাড়লেন দেবজিৎ মজুমদার-সামাদ আলি মল্লিক-শংকর রায়-জেজে লালপেখলুয়ারারা। মোট ১৬ জনকে নিয়ে গোয়া পৌঁছালেন সহকারী কোচ রেনেডি সিং, অপারেশনস হেড প্রথম বসু, অপারেশনস ম্যানেজার উষ্ণিশ দস্তিদার, দলের ম্যানেজার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিডিয়া অফিসার দেবায়ন মুখোপাধ্যায়। এদিন সকালে লাল-হলুদ বাহিনীকে আসন্ন আইএসএলের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে দু-একজন সমর্থকও পৌঁছে যান বিমানবন্দরে। ভারতীয় ফুটবলারদের অবশ্য এদিন পৌঁছাতে বেশ দেরি হয় এদিন। মুম্বইতে প্রায় ঘন্টা আড়াই অপেক্ষা করতে হয় গোটা দলকে। এরপর গোয়ার হিলটন রিসর্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে গোটা দলের প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। কারণ ডাবলিম বিমানবন্দর থেকে মান্ডবী নদীর ধারে ওই সুন্দর রিসর্টের সৌন্দর্য অবশ্য উপভোগ করার মতো অবস্থা আর ছিল না ফুটবলারদের। কারণ গোয়ার প্রবল গরমে পিপিই কিট পরে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা হয় গোটা দলের।

তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যায় ফাউলারবাহিনী। এদিন সকালেই তারা মুম্বইয়ে পৌঁছায়। সেখানে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদেরও দেখা যায় প্রাক্তন লিভারপুল তারকার সঙ্গে ছবি তুলতে। ববি (রবার্ট) মিমস ছাড়া বাকি কোচিং স্টাফ ও তিন ফুটবলারও ছিলেন সঙ্গে। এরপর সেখান থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে তাঁরা গোয়ার হোটেলেও ঢুকে পড়েন। এরপর নিয়মমাফিক তাঁদের ১৪ ও ভারতীয়দের আগামী ১০ দিন কোয়ারান্টিন থাকতে হবে।

১৮ তারিখ আই লিগ ট্রফি পাবে মোহনবাগান, তার আগে ক্লাব তাঁবুতে উৎসবের প্রস্তুতি সমর্থকদের। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

মেসির গোলের খিদে কমছে

বার্সেলোনা, ১৬ অক্টোবর : ৭৩৪ ম্যাচে ৬৩৫ গোল। বার্সেলোনা জার্সিতে এটাই গোলের পরিসংখ্যান লিওনেল মেসির। বাঁ-পায়ে নিখুঁত ফিনিশিং কিংবা রামধনুর মতো গোলের ঠিকানা লেখা ফ্রি-কিক হোক, ৩৩ বছরের আর্জেন্টাইন তারকা বারবার নিজেকে ব্যতিক্রম প্রমাণ করেছেন। গোলের সংখ্যায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ বরাবর চর্চার বিষয়।

গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের গোলের পাস বাড়ানোতেও মেসির জুড়ি মেলা ভার। গত মরশুমে লা লিগায় ২১টি গোলে অ্যাসিস্ট করে নজির গড়েছিলেন বার্সা অধিনায়ক। নিজের গোলের থেকে সতীর্থদের গোল করানো আনন্দ এখন বেশি উপভোগ করছেন বলে জানিয়েছে তিনি। সঙ্গে ব্যক্তিগত গোলের আকাঙ্ক্ষা যে আগের থেকে কমেছে, মানছেন এলএম টেন।

ছয়বারের ব্যালন ডি'অর জয়ীর কথায়, 'এখন আর নিজের গোল করা নিয়ে মাথা ঘামাই না। দলগত পারফরমেন্সে বেশি নজর থাকে। চেষ্টা করি দলের জন্য বেশি করে গোলের সুযোগ তৈরি করার।'

শুধু বার্সেলোনার জার্সিতেই নয়, আর্জেন্টিনার হয়েও 'টিমম্যান' ভূমিকায় নিজেকে মেলে ধরেছেন মেসি। ইকুয়েডরের পাশাপাশি বলিভিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ জিতেছে আলবিসিলেস্তেরা। মাঠের বাইরেও নিজের ছাপ রাখতে মরিয়া আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। করোনা

বৈষম্য দূরীকরণে একতাই অস্ত্র

প্রকোপের বিরুদ্ধে লড়ছে আর্জেন্টিনা। সেই লড়াইয়ে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন মেসি। কোভিডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর আগে ১ মিলিয়ন ইউরো অর্থ সাহায্য করেছিলেন ফুটবলের 'বরপুত্র'। তা ব্যয় করা হয়েছে বার্সেলোনার হাসপাতাল ও আর্জেন্টিনায় চিকিৎসা পরিষেবার খাতে।

এই প্রসঙ্গে মেসির বার্তা, 'করোনার সময়ে সাধারণ মানুষ যাতে অত্যাবশকীয় জিনিস যেমন জল, খাবার এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা যাতে পায় সেগুলি নিশ্চিত করতে হবে।' আর্জেন্টিনায় দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াতে তৈরি হয়েছে কমিউনিটি কিচেন। সহায়তায় এগিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ। দেশবাসীর উদ্যোগে মুগ্ধ মেসি। তাঁর কথায়, 'কঠিন সময়ে কমিউনিটি কিচেনগুলি সাধারণ মানুষ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার কাছে গর্বের বিষয়।'

এইভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈষম্যকে দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন ৩৩ বছরের আর্জেন্টাইন তারকা। মেসির কথায়, 'বৈষম্য সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। একতাই পারে এই সমস্যা দূর করতে।' মরশুম শুরুতে তাঁর ম্যান সিটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত সব জল্পনা মিটিয়ে বার্সেলোনাতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এলএম টেন। চলতি মরশুমে বার্সার হয়ে যাবতীয় সাফল্য তিনি করোনাযোদ্ধাদের প্রতি উৎসর্গ করবেন বলে জানিয়েছেন লিওনেল মেসি।

সবুজ-মেরুন রংয়ে সাজবে হাওড়া ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : এ যেন ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। রবিবার মোহনবাগানের হাতে আই লিগ ট্রফি তুলে দিতে চলেছে ফেডারেশন।

সেই উপলক্ষ্যে হাওড়া ব্রিজের রং হবে সবুজ-মেরুন। রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সবুজ-মেরুনে সজ্জিত থাকবে ঐতিহ্যের হাওড়া ব্রিজ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্ট ও মোহনবাগান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সবুজ-মেরুন আলোয় হাওড়া ব্রিজকে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্লাব সভাপতি স্বপনসাধন বসু (টুটু)। সল্টলেকের একটি পাঁচতারা হোটেলে আই লিগ ট্রফি হাতে নেওয়ার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন ফলক উদ্বোধন করবেন বাগান সভাপতি। পরে তা স্থাপন করা হবে ক্লাব তাঁবুতে।

কিংসলেকে দামি ঘড়ি, বাকিদের আর্থিক পুরস্কার

সাত বছর পর আই লিগে উঠল মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং – ২ (ছাংতে, গনি)
ভবানীপুর এফসি – ০

কল্যাণী, ১৬ অক্টোবর : আই লিগের আলোয় উদ্ভাসিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার কল্যাণীতে আই লিগের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ভবানীপুর এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল দীপেন্দু বিশ্বাস-শাহিদ রমনের ছেলেরা। ২০১৩-'১৪ মরশুমে শেষবার আই লিগে খেলেছিল মহমেডান। সাত বছর পর ফের প্রত্যাবর্তন ঘটল সাদা-কালো ব্রিগেডের। কলকাতার বড় দুই ক্লাব এবার আইএসএলে চলে যাওয়ার ফলে বাংলার হয়ে আই লিগে প্রতিনিধিত্ব করবে একমাত্র মহমেডান। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের অনুপস্থিতিতে এবারের আই লিগ হতে চলেছে কার্যত মহমেডানের। কারণ, এর আগে পাঁচবারের মধ্যে মাত্র একবার লিগে টিকে থাকতে পেরেছিল। বাকি চারবারই অবনমন হয়েছিল সাদা-কালো ক্লাবের। এদিনের ম্যাচকে টুর্নামেন্টের 'ফাইনাল' তকমা দিয়েছিল ফুটবল মহল। সেই মঞ্চে 'মগজাস্ত্রে'র লড়াইয়ে কোচ শংকরলাল চক্রবর্তীকে টেক্কা দিয়ে গেলেন মহমেডানের টেকনিকাল ডিরেক্টর দীপেন্দু। তাঁর পরামর্শেই ভবানীপুরের বিরুদ্ধে মহমেডানের প্রথম একাদশে রাখা হয়েছিল এজে কিংসলে ও সুভাষ সিংকে। গোটা ম্যাচে ভবানীপুরের ফিলিপ আদজাকে বোতলবন্দি করে রাখলেন কিংসলে। আর শেখ ফৈয়াজের সঙ্গে উইংয়ে বারবার জায়গা বদলে ভবানীপুরের রক্ষণে কিংশুক দেবনাথ, মনোতোষ চাকলাদারদের ব্যতিব্যস্ত রাখলেন অভিজ্ঞ সুভাষ। আর তাতেই গোলের রাস্তা খুলে গেল মহমেডানের।

ম্যাচের ২৭ মিনিটের মাথায় মহমেডানকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন ভানলালবিয়া ছাংতে। বক্সে ফৈয়াজের উদ্দেশ্যে বল বাড়িয়ে ছিলেন উইলিস প্লাজা। কিংশুকের পাশ থেকে দ্রুতগতিতে উঠে আসা ছাংতেকে তা সাজিয়ে দেন ফৈয়াজ। শিলটন পালকে কাটিয়ে গোল করতে ভুল করেননি সাদা-কালোর 'মাবিয়া'। তবে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল পেতে পারতেন ছাংতে। বক্সে তাঁর জোরালো শট শিলটন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে না বাঁচালে তখনই পিছিয়ে পড়ত ভবানীপুর। তবে দুর্ভাগ্য ভবানীপুরের। ২৬ মিনিটে মহমেডানের গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন ফিলিপ আদজা। পোস্টে লেগে তা প্রতিহত হয়। কোনওমতে তা বিপন্মুক্ত করেন সাদা-কালোর অধিনায়ক-গোলরক্ষক প্রিয়ান্ত সিং। ৩৭ মিনিটেও গোল ছেড়ে বেরিয়ে দলকে বাঁচান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল পেতে মরিয়া শংকরলাল আদজার পাশে জুড়ে দিয়েছিলেন জিতেন মুর্মুকে। তবে তা কাজে আসেনি। উলটে ৬৭ মিনিটে মহমেডানকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন গনি আহমেদ নিগম। ৭৯ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন জিতেন। তবে এদিন সাদা-কালোর গোলদুর্গের নীচে দুর্ভেদ্য ছিলেন প্রিয়ান্ত।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গেই খুশির রোশনাই 'সাদা-কালো' জুড়ে। খেলা শুরুর সময় সতীর্থদের 'পেপটকে' উদ্বুদ্ধ করলেন প্লাজা। তাঁকে কৃতিত্ব দিতে ভুললেন না ফৈয়াজের মতো বাঙালি তারকা। গত মরশুমে বাগানের হয়ে আই লিগ জিতেছিলেন। এবার মহমেডানকে আই লিগে তুললেন। আনন্দে ভাসছেন ফৈয়াজ। সেলিব্রেশনের ফাঁকে তিনি বলেন, 'প্লাজা শুরুতেই বলেছিল, আজ লক্ষ লক্ষ সমর্থকদের আমাদের দিকে তাকিয়ে। তাদের কথা ভেবে জিততেই হবে। এটা টিম-গেমের জয়।' খুশির জোয়ারে ভাসছেন ক্লাবের সচিব। সাড়ে তিন মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছেন। শুরুতেই দলের আই লিগের ছাড়পত্র আদায়। ফুটবলারদের জন্য বড় অঙ্কের ইনসেন্টিভ ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সেরা পারফরমেন্সের জন্য কিংসলের দামি ঘড়ি উপহার দিতে চলেছেন তিনি। আর দীপেন্দু? মহমেডানের সাফল্যের অন্যতম কান্ডারির কথায়, 'আগামীকাল থেকে আই লিগের কথা ভাবব। প্রতিটি ছেলে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। পুরো স্বদেশি ব্রিগেডটাকে ঘরে রাখব আই লিগের জন্য। আমাদের এরপরের লক্ষ্য আই লিগ জয়। তারপর আইএসএল।' তবে যাবতীয় সেলব্রেশন সোমবার আই লিগ কোয়ালিফায়ারের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তুলে রাখছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ম্যাচ দেখতে এদিন কল্যাণীতে হাজির ছিলেন সাদা-কালোর বিনিয়োগকারী 'বাঙ্কারহিলে'র দুই কর্তা আদিত্য রাজ ও দীপককুমার সিং। সোমবার ফুটবলারদের জন্য 'সারপ্রাইজ' থাকছে তাদের তরফেও। তবে তর সইছে না সমর্থকদের। সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত সাদা-কালো এখন 'জান জান মহমেডান' উল্লাস ধ্বনিতে মুখর।

আইলিগে মহমেডান

সাল	ম্যাচ	পয়েন্ট	স্থান
২০০৩-০৪	২২	১৯	১১তম, (অবনমন)
২০০৫-০৬	১৮	১৭	অষ্টম
২০০৬-০৭	১৮	১২	নবম (অবনমন)
২০০৮-০৯	২২	২২	এগারো (অবনমন)
২০১৩-১৪	২৪	২৪	১৩ তম (অবনমন)

তথ্য ঃ হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নামটাকে অসম্মান করতে যেও না, হুংকার ক্রিস গেইলের

শারজা, ১৬ অক্টোবর : নামটাকে অসম্মান করতে যেও না।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বোলারদের কচুকাটার পর একহাত নিলেন সমালোচকদেরও। একেবারে চেনা আগ্রাসী মেজাজেই বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ইউনিভার্সাল বস। অসম্মান করার আগে দুইবার ভাবা উচিত। চাইলেই

কামব্যাকেই বিস্ফোরক ইউনিভার্সাল বস

যাঁকে সহজে খরচের খাতায় ফেলা যায়নি। হাফ সেঞ্চুরির পর ব্যাটের 'দ্য বস' স্টিকার দেখিয়ে যেন বার্তা দিয়ে রাখলেন টিম ম্যানেজমেন্টকেও। যাঁদের টিম কম্বিনেশনে প্রথম সাত ম্যাচে জায়গা হয়নি ক্রিস গেইলের!

'গেইলকে ছাড়া আইপিএল অসম্পূর্ণ'। নিজেই বলেছিলেন একবার। প্রাক্তন দল আরসিবি-র বিরুদ্ধে গতকাল তারই ঝলক। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। গেইলের আলোয় আলোকিত কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব, আইপিএল-ও। ৪৫ বলে ৫৩, দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরে ৪১ বছর বয়সটাকেও তুরি মেরে উড়িয়ে দিলেন। হার মানলেন হাঁটুর বয়সি যুযবেন্দ্র চাহাল, ওয়াশিংটন সুন্দররাও। ম্যাচ শেষে গেইল বলেন, 'তোমরা তো দেখতে পেয়েছ আমি কী বোঝাতে চেয়েছি। শুধু বলতে চেয়েছি, নামটার প্রতি সম্মান রেখো।'

দীর্ঘদিন আরসিবি পরিবারের সদস্য ছিলেন। ফলে গেইলকে নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন বিরাট কোহলিও। প্রাক্তন সতীর্থের বিরুদ্ধে সুন্দরের স্পিনকে হাতিয়ার করেন। প্রথম দুই ওভারে সুন্দর আটকেও রাখেন।

অর্ধশতরানের পর ব্যাটে লেখা দ্য বস শব্দটি দেখাচ্ছেন ক্রিস গেইল।

সুন্দরের প্রথম সাত বলে মাত্র চারটি সিঙ্গলস নেন গেইল। তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বিরাটের সুন্দর-স্ট্র্যাটেজি। খোলস ছেড়ে গেইল বেরিয়ে আসতে, সব হিসেব এলোমেলো। সুন্দরের পরের ৯ বলে নেন ২৮ রান।

শুরুতে কি চাপে ছিলেন? প্রশ্নটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গেইল বলেন, 'ইউনিভার্সাল বস নার্ভাস হয় না। অন্যের হার্ট অ্যাটাক করিয়ে দেয়। প্রথমবার নামলাম। সেদিক থেকে ভালো ইনিংস। এবার লক্ষ্য ২০২১ আইপিএলে খেলা নিশ্চিত করে নিতে। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকাটা আমার পছন্দ নয়। মাঠে নেমে ক্রিকেট উপভোগ করতে চাই।' মূলত ওপেন করতেই অভ্যস্ত গেইল। সেখানে তিন নম্বরে নামা। গেইল বলেন, 'দল যে দায়িত্বটা দেবে, পালনের চেষ্টা করব। ওপেনাররা ভালো খেলছে। ওদের ডিসটার্ব করার যুক্তি নেই। আর দল জিতেছে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

লোকেশ রাহুল গেইলকে নিয়ে পঞ্চমুখ। বলেন, 'গত দুই সপ্তাহ জানি ওর ভালোভাবে যায়নি। প্রথম দিন থেকে মাঠে নামার জন্য ছটফট করছিল। কঠোর পরিশ্রম করছিল। ওকে শুরুর ম্যাচগুলিকে বসিয়ে রাখাটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। ও হল ক্ষুধার্ত সিংহ। ৪১-এও খিদেটা এতটুকু মরেনি। জানতাম, যখনই মাঠে নামবে বিপজ্জনক।' ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীর বলেন, 'ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম গ্রেটেস্ট এন্টারটেইনার হিসেবে চিরকাল রয়ে যাবে। অধিনায়কত্বের পাশাপাশি ব্যাটিং দায়িত্বটা খুব ভালোভাবে পালন করছে লোকেশও। কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য পেলে ওদের গোটা পাঁচেক ম্যাচ জেতার কথা। গতকালও সহজ ম্যাচটাই কঠিন করে ফেলেছিল।'

আগামী উইম্বলডন হবেই, বলছে কর্তৃপক্ষ

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর : করোনা ভাইরাসের কারণে এই বছর বাতিল হলেও, আগামী মরশুমে উইম্বলডন প্রতিযোগিতা চালু করতে বদ্ধপরিকর বিশ্বের অন্যতম সেরা গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের সংগঠকরা।

শুক্রবার কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, তেমন প্রয়োজন হলে দর্শকহীন স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। পৃথিবীজুড়ে করোনা ভাইরাস ও লকডাউনের কারণে মার্চ মাসের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেশিরভাগ টেনিস প্রতিযোগিতা।

উইম্বলডনের মতোই বন্ধ হয়েছিল ফরাসি ওপেন ও ইউএস ওপেন। কিন্তু শেষ অবধি ইউএস ওপেন ও ফরাসি ওপেন পরে অনুষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সম্পূর্ণ বাতিল করতে হয়েছে উইম্বলডনের মতো নামী বার্ষিক টুর্নামেন্ট।

অল ইংল্যান্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগামী বছর তিনরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা। এমনও হতে পারে আগের মতোই মাঠভর্তি দর্শকদের সামনে আবার শুরু হবে উইম্বলডন। অথবা সাম্প্রতিক আইন অনুযায়ী সীমিতসংখ্যক দর্শকের প্রবেশ অনুমতি থাকবে। আর পরিস্থিতি যদি সত্যি খারাপ হয়, তাহলে একদম ফাঁকা মাঠে হবে এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম। কিন্তু উইম্বলডন যে আগামী বছর হবেই, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।